

প্রগতিশীল পাঠকদের প্রতি মো: জামিলুল বাসার

মৌলবাদীদের মতই একশ্রেনীর স্বঘোষিত প্রগতিশীলগণ; যারা মোহাম্মদকে একজন খুণী-জেহাদী সৈনিক বলে প্রমান করতে বদ্ধপরিকর।

শত ভাগ মোমেন-মোশরেক, বেদুঈন-পৌত্তলিকদের সমর্থিত ও স্বীকৃত ভদ্র-নম্র, সাম্যবাদি,সৎ নিরীহ মোহাম্মদ ও তার ভক্তদের উপর এক যুগ ধরে হৃদয় বিদারক নৃসংশ পশু অত্যাচারের ইতিহাস; অতপর তার মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত স্বগোত্রীয় মোনাফেক এজিদি ইসলামের রক্তান্ত ইতিহাস প্রগতিশীলগণ মাথা থেকে প্রশ্নবোধক কারণে বেমালুম মুছে ফেলে মাঝখানের মাত্র ১০/১৩ বৎসরের সমালোচনা করে মোহাম্মদকে কলঙ্কিত করতে সচেষ্ট। ৬০/৬৫ বৎসরের মোহাম্মদের ১০টি বৎসর ব্রাকেটে আবদ্ধ করে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস কালুর ঘাটের ৫/১০ মিনিট ঘোষণা মামলার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে চান! ৬৫ বৎসরের ইতিহাস ১৪ শত বৎসর পরে ৫/১০ মিনিটে প্রস্তুত গ্রহণ ও অনুমোদন একটি প্রহসন বলেই মনে হয়।

মোহাম্মদ তার স্ব দলিয় আর মাত্র এক ডজন চামচা মেরে ফেলতে পারলেই আজ বুস, লাদেন,মওদুদী ও ছাদামের জন্ম হতোনা। পরিকল্পনাও করেছিলেন কিন্তু তৎকালিন প্রগতিশীল নেতা ওমরের কারণে পারেন নি। তাদের আরও ভাবা উচিত যে একই আল্লাহর নবী ঈছা-বুদ্ধ সৈনিক ছিলেন না এবং তার পরিণতি ও ফলাফল সকলের জানা; ‘মোহাম্মদের পরিণতিও অনুরূপ হওয়া উচিত ছিল,’ এরকম প্রাগ ধারণা যারা পোষণ করেন তারাই প্রগতিশীল বলে মোল্লাদের মতই নিজেদেরকে ১০ বৎসরের সাম্প্রদায়িকতার মঞ্চে বন্দি করে ফেলেছেন।

ঘাত মাত্রই প্রতিঘাত অবশ্যম্ভাবী। এ সুত্রটি প্রাগ, মধ্যবিত্ত, আধুনিক, প্রগতিশীল, প্রাকৃতিক, বিজ্ঞান, ভাব-দর্শন, ইতিহাস-ভূগোল ও ধর্ম-অধর্ম সকল সুত্রেই স্বীকৃত; এ অবধারিত সুত্র মক্কার জীবনে বহুবার অহি করা হয়েছে, শতর্ক-সাবধান করা হয়েছে যে, **‘ধৈর্য ধারণ কর! ঘোষণা করে দাও অত্যাচারের পরিণতি ভয়াবহ এবং ধৈর্যের জয় সুনিশ্চিত।** কিন্তু অত্যাচারের পরিণতি কি হবে! ধৈর্য ধারণের পরবর্তি ফল কি হবে! এ ভবিষ্যৎ শতর্ক বানী তৎকালীন পৌত্তলিকগণ মাতৃভাষা-পিতৃকালে বার বার শুনেও যেমন বুঝতো না, স্বঘোষিত প্রগতিশীলগণ মাতৃভাষায় অনবাদ করেও এবং তা আজও বুঝতে চায় না; বুঝতে চায় না বুস-ব্লেয়ার-লাদেন,শ্যারণগণ; তবে কিছুটা বুঝতেছেন সাদ্দাম হোসেন,বুঝেছিলেন ফেরাউনও। ঈছা, মুছা, শিব, কৃষ্ণ ও মোহাম্মদ-বুদ্ধ,সক্রেটিস-গ্যালালিও,লালন, রবি, নজরুল প্রমুখ কম-বেশী মহাপুরুষ, সাধক,গবেষক ত্যাগীবাদীদের স্বার্থটা কি ছিল! কি নিয়েই বা তার মৃত্যু বরণ করলেন! বিষয়টি প্রগতিশীলগণ কিছুটা ঘামলেও তাদের উচ্চ রক্তচাপ ও নবীদের নবী বা গড হওয়ার প্রগতিশীল খায়েস কমে যেতো। মাফ করবেন ইন্টার নেট শিক্ষিত সমাজ বলেই ব্যকরণ বিহীন ভাষা ব্যবহার করতে সাহসী হয়েছে। বাহব্বা না পেলেও জীবনের ভুমকি নেই।

আর একটি বিষয় না বলেই নয় আর তা হলো ঐ গডগণ কোরানের যত্র তত্র খন্ডিত বাক্য বা শব্দ-ভাষা নিয়ে গডত্ব দাবি-প্রচার করেন, কোরানের ভুল-ভ্রান্তি ধরেন। যেমন: **পৃথিবীটা বিছানার মত।** আর **বিছানার মত** বলতে প্রগতিশীলগণ তফসির করেছেন **চ্যাপটা।** তারা বড়ই হতাস হয়েছেন যে, বোকা মোহাম্মদের আহাম্মক আল্লাহ জানতেন না যে, পৃথিবীটা গোলা!

আলাম নাজালিল আরদে মিহাদান (নাবা-৫) অর্থ: আমি কি পৃথিবীকে শয্যার (প্রসঙ্গ) মত করি নি! হ্যাঁ উই নট মেইড দি আর্থ ওয়াইড! আয়াতটির প্রধান দু’টি শব্দ আরদ ও মিহাদ।

আরদ অর্থ: বস্তু ; পৃথিবী নয়, পৃথিবীর আরবী, উর্দু , হিন্দি,পারশী, যুগোশ্লাভিয়ান শব্দ ‘দুনিয়া।’ তবে মোল্লাগণ কোথাও কোথাও

পৃথিবী অর্থেও ব্যবহার করেছেন বটে!

মিহাদ অর্থ: দোলা, দোলনা, ভূ-পৃষ্ঠ, বক্ষস্থল, আলিঙ্গন, অশ্রু-করণ, বিশাল বিস্তৃতি, বিশ্রাম ও শয্যা-বিছানাসহ আরো প্রায় ২০টি অর্থ আছে। (দেখুন: আরবী-ইংরাজি অভিধান; জে, এন, কাউয়ান) এবারে বাক্যটির অনুবাদে প্রগতিশীল অধ্যাপকদের পছন্দমত অর্থটি নিয়ে নাকে খত দিয়ে মোহাম্মদ ও তার আল্লাহকে নিঃশর্তে আপাতত মুক্তি দেয়ার ওকালতি করি, শাফায়াত করি। মোল্লাদের ব্যবহৃত একটি মাত্র অর্থ নিয়ে যারা হাউ-কাউ করেন তারা মাদ্রাসার উচ্চ ডিগ্রিধারী বলেই সন্দেহ করা যায়।

তদুপরি পৃথিবী গোল বলার পরেও ‘ভূ-পৃষ্ঠ’ পিঠ বা পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠা; তদুপরি পৃথিবীতে চীৎ-কাৎ হয়ে এখনও যখন শোয়া যায়; দুনিয়ার সৃষ্ট বস্তু মাত্রই যখন লাশ বা ছাই মাটিতেই যখন শুয়ে পড়ে তখন অবস্থাভেদে বিছানার মত বললে এমনকি বোকামী হয়!! **পৃথিবীটা [আদূর্নয়] কমলার মত; আছাদুল্লাহ [আল্লাহ বাঘ] ছাগলের মত; উড়োজাহাজ পাখীর মত; হাতী কৃষকের কাশে-র মত, নতুন বউ হলদে পাখীর মত** ইত্যাদি বাল্যশিক্ষা কেতাবের বাক্যগুলি থেকেও **পৃথিবী শস্যার মত** বাক্যটির আধ্যাত্মিক অর্থ অনাআসেই বের করে নিতে পারতেন। ভবিষ্যতের জন্য বিষয়টি আরো ভেবে দেখার অনুরোধ করি।

কোরান: ইতিহাস, ভূগোল, জ্ঞান-বিজ্ঞান সূত্রে পাতায় পাতায় ভরপুর। মাত্র শতাধিক বৎসর আগে জগদিশ চন্দ্র বসু প্রমাণ করেছেন যে ‘উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে।’ পক্ষাংশে হাজার-হাজার বৎসর পূর্বেও কৃষক বলতো লাউ গাছটি মরে গেছে, আর লাউ-কদু ধরবে না, পানি দিলে বাচতেও পারে। জেলেরা বলতো নদী মরে গেছে মাছ আর আসবেনা; বধুরা বলতো সুইর দাগা বা পাছা মরে গেছে সুতা ঢুকানো যায় না! প্রশ্ন হলো জীবন না থাকলে মরে কিভাবে!

জড়-অজড় সৃষ্ট বস্তু মানেই তার জীবণ ও বাক শক্তি আছে, প্রতিটি বস্তুই বিবর্তন পরিবর্তনশীল; বস্তু বা গ্রহ-নক্ষত্র মাত্রই আবর্তন-বিবর্তনশীল, জড়-উদ্ভিদ-জীব এবং তাদের বয়েজা (ডিম), অয়েজা (ডিম ছাড়া), ও গেজার (ভেদ) বিবর্তন ধারায় আজকের মানুষ; আদমের পূর্বেও মানুষ ছিল; তার পূর্বেও ছিল, উহার পূর্বেও ছিল, আমার পরেও থাকবে। মানুষ গ্রহাংশুরিত হয়; দিন-রাত্র দু’টি গ্রহ। চাদের নিজস্ব আলো; পৃথিবী কেন! মানুষ, হাতি-ঘোড়া, বট-মেগগিনি গাছও গোল; সকল সৃষ্ট বস্তুই গোল; গোলেরও গোল। গ্যালাকসি- মহা গ্যালাকসির তুলনায় পৃথিবীটা যদি একটি বিন্দুগুণ বিন্দু হয় তবে ‘গোল’ কথাটা বলে আবার গন্ডগোল লেগে যাবে না!! সে তুলনায় মানুষ হাতি, পাহাড়-বৃক্ষ লম্বা-চওড়া, গোল-বর্গা ইত্যাদি বলার সুযোগ বা যুক্তি প্রমাণ কোথায়!। পক্ষাংশে একটি এ্যাটমের আকৃতি পৃথিবীর চেয়েও বড় গোল। ১৩ শত বৎসর পূর্বে মোহাম্মদের লেখা বিবর্তনবাদ ডারউইন সত্য প্রমাণ করেছেন অথবা ১/২ শত বৎসর আগে ডারউইনস বিবর্তনবাদ ১৪ শত বৎসর আগে মোহাম্মদ সমর্থন করেছেন। এসকল বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব ১৫ শত বৎসর পূর্বেই মোহাম্মদ লিখে গেছেন। এখানেই শেষ নয়, পাচ হাজার বছর পূর্বে বেদ-গীতাই ডারউইনের বিবর্তনবাদ ঘোষণা করেছে:

হি জাতস্য মৃত্যু ধ্রুব মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবঃ তস্মাত্ সোচীতুং ন অহসি অর্থ: যে জন্মে তার মরণ নিশ্চিত; যে মরে তার জন্ম নিশ্চিত; সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিষয় তোমাদের শোক করা অনুচিত। **এক ব্রহ্মা দ্বিতীয় নাসি** অর্থ লা ই লাহা ইল্লাল্লাহ। ৮৪ লক্ষ জোনী ভেদ করে মনুষ্য জন্মে আরোহণ। কোরানই ঘোষণা করে যে, জ্ঞানী-বিজ্ঞানিরাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ [বাইয়েনা-৭] প্রগতিশীলের এটা নতুন আবিষ্কার বা দাবি নয়। এবং সেই বিজ্ঞানিগণও অধিকাংশ সূত্রের ধারে-কাছে এখন পর্যন্ত যেতে পারেনি, কিন্তু তারাই পারবে। পারবে না শুধু আমার মত চামচাগণ যারা কোন ব্যক্তির অর্জিত-আবিষ্কৃত বিষয়-সম্পদ নিয়ে চর্চিত চর্চণ করেন, সময়-সুযোগমত সাক্ষী দাড় করেন।

প্রগতিশীলদের আর একটি চর্মরোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার, যে রোগটিতে আমিও আক্রান্ত: **মোহাম্মদ অমুক-তমুক থেকে ধর্মবাক্য নকল করে কোরান রচনা করেছেন**। বিষয়টি প্রগতিশীলগণ যে যুক্তি ধারায় ব্যাখ্যা করতে চান তা সন্দেহজনক এবং তা ছাইদী-নিজামীর তফসির তুল্য। কারণ এতিম মোহাম্মদ কিশোর বয়স পর্যন্ত ছিলেন রাখাল। যৌবন থেকেই পেটের ও মাথার ধাক্কায বিভোর, অতপর খাদিজার কর্মচারী এবং স্বামী হয়ে অর্থ হওয়ার পরেই তার নেশা ছিল মাথার ধাক্কা; অবসর পেলেই নিরব গভীর

চিন্তায় মগ্ন থাকা, হেরা পর্বতের গুহায় দিন-রাত কাটাতেন। এছাড়া কোন স্কুল-মাদ্রাসায় যাননি, আড্ডাবাজ-ভবঘুরে ছিলেন না; কোন খুঁটান, ইহুদির শিষ্যও ছিলেন না এবং তাদের গ্রন্থ চর্চা করেছেন, অনুসরণ করেছেন বা ওয়াজেইন ছিলেন বলেও কোন প্রমাণ নেই, হেরা পর্বতের গুহায় কোন কেতাব বা একটি পৃষ্ঠা বা কাগজ-কলমও পাওয়া যায়নি। তবুও তিনি নকল করেছেন একথা প্রবাস্য। কারণ কোরান নিজেই বার বার ঘোষণা করে:

এই কোরান নতুন কিছুই নয় বরং ব্রহ্ম-ব্রহ্মা, অব্রহ্ম-আব্রহ্ম, ইব্রাহিম; ঈছা-মুছা, শিব-কৃষ্ণের অতীতের সকল ঐশী গ্রন্থের সমর্থক, সম-অর্থবোধক ও রক্ষক-সংরক্ষক মাত্র; উহাতে মোহাম্মদের নিজস্ব বা নতুন কিছুই নেই কিন্তু সবই মোহাম্মদের মুখ নিঃসৃত। অর্থাৎ একই বানীর পুনরাবৃত্তি মাত্র। রক্ষিত ইতিহাস [উহার পূর্বের ইতিহাস এখনও অরক্ষিত] নুহ-ইব্রাহিমের পর থেকে সকল নবীগণই মোহাম্মদের মতই ভ্রুবহু; গোপনে নকল করেছেন আর ভবিষ্যতের নবীগণও অনুরূপ নকল করবেন বটে! কিভাবে নকল করেছেন এটাই আলোচ্য বিষয়।

পাচ হাজার বৎসর পূর্বের বেদ, দেড় হাজার বৎসর পূর্বের কোরান সমর্থিত ডারউইনস্ ইবলিউসন থিওরী মতে বা ডারউইন প্রমিত কোরানের ইবলিউসন সূত্র মতে: মানুষ অতীতের সকল জীবের আকর; অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনা যা ছিল তারই বিবর্তিত অবস্থা আজকের মানুষ, অর্থাৎ বিবর্তন চক্রে মানুষ চুড়ায়। সৃষ্টি থেকে অতীতের সকল শ্রুতি ও স্মৃতি, গীতা-গীতি বর্তমান প্রত্যেকটি মানুষের ‘হৃদয় কম্পিউটারে’ রেকর্ড করা আছে। মগজ কাজ করে মাউছের; ঐ মাউছের ঘর্ষণ ও টিপা-টিপুনিতেই হৃদয় কম্পিউটারের রক্ষিত ফাইল ওপেন করেই সকল নবী-বিজ্ঞানীগণ অনবরত নকল করে চলছেন। এই নকল করার শক্তি ধারণের সূত্রই নিয়মাতান্ত্রিক, প্রাকৃতিক (ধর্ম) নামাজ, পূজা, সাধন-ভজন গবেষণা মেডিটেশন, কনসেনট্রেশন। আর অনিয়মাতান্ত্রিক, অপ্রাকৃতিক (অধর্ম) নাস্তিক্যেসন ইত্যাদি। যার যেটা স্বভাব সে সেটা খোজে এবং পায়। কোন বাপ বা বাপের পুত্র নেই যে নতুন কিছুই সৃষ্টি (আবিষ্কার) করতে পারে বা পারবে, একেবারেই অসাধ্য। কারণ নতুন বলতে কিছুই নেই, সেহেতু ‘পুরাতন’ শব্দটার অস্তিত্বও নেই; আছে মাত্র ‘বর্তমান।’ রক্ষিত বা সীমাবদ্ধ অতীত ও কল্পিত ভবিষ্যৎ ভুলতে পারলে সকল সময়ই ‘বর্তমান।’ মরলেও বর্তমান, বাচলেও বর্তমান।

এজন্যই কোরান জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করে। আর আমার মত প্রগতি-অধোগতিশীল মৌলবাদীদেরকে কামের [বর্বর, আহাম্মক] ঘোষণা করে। জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ, পরিষ্কৃতি বা রূপায়ণই বিজ্ঞান আর যিনি করেন তিনি বৈজ্ঞানিক, আলেম। আর তাদের বিষয়-বিশ্বাস নিয়ে আমরা যারা ভোগ করার পরে বাকী সময়টা অহেতুক জাবর কাটি তার হলাম নিষ্কর্মা, মোনাফেক, মোরতাদ।

ঐ ‘আমরাই’ আভিধানিক ভাষা বাক্য নিয়ে ফান (যোক, মসকরা) করতে বড়ই আনন্দ পাই। কিন্তু ভাষা আজও চিমটি কাটার কষ্টটুকুও অবিকল প্রকাশ করতে অসমর্থ, বড়ই দুর্বল। [দেখলেন না! ‘শয্যা’ বা ‘প্রসঙ্গ’ শব্দটি বস্তু বা বিন্দুগুকে চেপটা করে ফেলেছে!] সেই ভাষার উপরে আছে আঞ্চলিক ভাষা; যা কারো বুলি, হলে যায় অন্যের গালি। এ দু’টির উপর কর্তৃত্ব করে রূপক ভাষা, আরবীতে যাকে বলে ‘মোতাসাবেহাত।’ তার উপরে আছে দৈহিক ভাষা; ইউরোপ আমেরিকায় যাকে বড়ি লেঙ্গুয়েজ বলে, আকার-ইঙ্গিত বা প্রাকৃতিক ভাষাও বলা যায়। আক্ষরিক ভাষার চেয়ে উহাকে অতিব গুরুত্বপূর্ণ, স্পর্শকাতর, নিষ্কুণ্ণ ও শক্তিশালী মনে করে। এই ভাষায় প্রধানত উদ্ভিদ, জড়-জল ও পক্ষি-পশুরাই বেশী পণ্ডিত। এখানেই শেষ নয় উহার উপরে আছে হৃদয়ের ভাষা; যা সকল ভাষার উর্দে, যাকে আধ্যাত্মিক বা আদি তথ্য ও তত্ত্ব ভিত্তিক ভাষা বলে, যা বস্তু-অবস্তু সকলেই জানে কিন্তু বোঝেনা অনেকে। এবং উহাই মূল ভাষা। অতএব তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, কোরানের আরবী ভাষা বাক্য বা অনুবাদ কোরান নয়; সেখানে ভুল-বিদ্রুতি থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক এবং আছেও। তবে তুলনায় নিখুঁত। কোরানের মূল ভাষা, মর্ম উপলব্ধিই মূল কোরান। বর্ণ-বাক্য অভিধান, ফিজিক্যাল লেঙ্গুয়েজ গুরুত্বের (বৈজ্ঞানিক) গোলামী করার এবং চামটাগিরি করার সাময়ীক সাহায্যকারী মাত্র। মর্মপোলক্সির ভাষায় পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ নয় বরং অসাধ্য। পক্ষান্তরে মৌলবাদ বলে (এক পেট হাণ্ড-পিপি নিয়ে) হায়েজ-নেফাস, অধঃবায়ু ছেড়ে, অজু-গোসল করে পবিত্র (!) না হওয়া পর্যন্ত পাচ-কাদার তৈরী কাগজের কোরান ছোয়া নিষিদ্ধ বা হারাম। আওয়াজ শুনলেই ছোয়াব হয়। পড়তে পারলেই আলেম-আল্লামা হয়। ওয়াজ ফরমাইতে পারলেই আমির বা ইমাম হওয়া যায়।

